ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এক নজরে ওস্তাদ জাকির হুসেন
পৃঃ ৫

'নিষিদ্ধ' পগবাকে দলে নেবে ম্যানসিটি!
পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৪৩ ● কলকাতা ● ০৫ পৌষ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ২১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী,

অস্থায়ী কর্মচারীদের দুই মাসের বকেয়া মেটানোর পর জয়ের উল্লাস পৌরসভার গেটে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তিন কোটি টাকা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, তা দিয়েই চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের দুমাসের বেতন দেওয়া হবে। অচলাবস্থা নিয়ে বৈঠক শেষে জানানো হয়। রাজ্য সরকারের এই টাকা অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হয়েছে। পরে তা শোধ করতে হবে। পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসের বেতন দেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে, আর সেটা পুরসভাকেই দিতে হবে।আন্দোলনকারী সাত জন প্রতিনিধির সঙ্গে শুক্রবার বৈঠক করে এ কথা জানান বিধায়ক।অসিত মজুমদার বলেন,চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীদের মাসে বেতন দিতে দেড় কোটি টাকা খরচ হয়, অথচ পুরসভার আয় ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা। বাকি টাকার জোগাড় করতে না পারায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছিল।মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৃহস্পতিবারই ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস ফোন করেই সমস্যা সমাধান করার জন্য বলেন। আধিকারিক জলি চৌধুরীকে পাঠান। তিন কোটি টাকা রাজ্য সরকার দিয়েছে। চুঁচুড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অমিত রায় বলেন,পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা আমরা পাইনি।এখন একটা ফান্ডের টাকা আর একটা ফান্ডে ব্যবহার করা যায় না।পুরসভার আর্থিক সমস্যা রয়েছে, তাই বেতন দিতে বিলম্ব হয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি দু মাসের বেতনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আগামী মাসের বেতনের ব্যবস্থা পুরসভাকেই করতে হবে তার জন্য আমরা আলোচনা করছি, কীভাবে আয় বাড়ানো যায় দেখছি।পুরসভার গেটে শ্রমিক কর্মচারীদের অবস্থান মঞ্চে এসে কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার কথা বলেন চেয়ারম্যান এবং বিধায়ক। তারপরই বিধায়ক ও চেয়ারম্যান প্রতীকী জঞ্জাল সাফাই-এর কাজ শুরু করেন।সাফাই কর্মিরা নর্দমা পরিষ্কার জঞ্জাল তোলার কাজ শুরু করে দেন শনিবার থেকে।

শোধ করেননি ঋণ, তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি হয়ে গেল সিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি সিল। সিল করল আধার হোম ফাইন্যান্স কোম্পানি। ঋণ শোধ না করায় কোর্টের নির্দেশে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সবাইকে বের করে দিয়ে বাড়িটি সিল করে দেয়। শুক্রবার কুলটি বিধানসভা এলাকার ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড পাতিয়ানা মহল্লার ঘটনায় চাঞ্চল্য। গত দেড় মাস ধরে তৃণমূল কাউন্সিলর সেলিম আখতার আনসারি বেপাত্তা বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।উল্লেখ্য তৃণমূল কাউন্সিলর সেলিম আখতার ওই এলাকার রেশন ডিলারও। তাঁর বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। খাদ্য দফতর থেকে তদন্ত হয় ও রেশন দোকান সিল করে দেওয়া হয়।তখনও পালিয়েছিলেন সেলিম আখতার। পরে ওই রেশনের জিনিসপত্র সঠিক বন্টনের জন্য পাশের এলাকার ডিলারকে দিয়ে দেওয়া হয়। সেলিমের বিরুদ্ধে পুরনিগমে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছিল। গত অক্টোবর মাসে সেলিমের নামে থ্রেট চিঠি এসেছিল। সাবধানে থাকার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে ফেরার সেলিম। এবার ঋণ নিয়ে শোধ না করায় সেলিমের বাড়ি দখল নিল ঋণদানকারী সংস্থা।অতীতে বেশ কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে বিতর্কে নাম জড়িয়েছে এই কাউন্সিলরের। ঋণ শোধ না করায় কুলটির তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি দখল নিল বেসরকারি হাউজিং ঋণ প্রদানকারী সংস্থা। আদালতের নির্দেশে কুলটি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আসানসোল পৌরনিগমের ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সেলিম আক্তারের বাড়ি সিল করে দেওয়া হয়। আসানসোলের কুলটির পাতিয়ানা মহল্লায় এলাকায় সেলিমের বাড়ি।বেসরকারি হাউজিং ঋণ প্রধানকারী সংস্থার তরফে জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে ১৯ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন সেলিম আখতার আনসারি ও তার ভাই শামিম আনসারি। সেই টাকা শোধ না করায় সেই ঋণের অঙ্ক ৩২ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এরপর ওই সংস্থা আদালতের দারস্ত হয়। অবশেষে আদালতের নির্দেশে সেলিম আখতারের বাড়ি দখল নেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে।সেলিম আখতার আনসারির ভাই শামীম আখতার আনসারি বলেন তার দাদা গত দেড়মাস ধরে বাড়িতে নেই। কোথায় পরিবার নিয়ে গেছে তার জানা নেই। তারা এক মাস সময় চেয়েছিলেন। মানবিক হওয়ার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ শোনেননি।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা তৃণমূল নেতা মহম্মদ আসলাম (টিঙ্কু) বলেন, "কাউন্সিলর ঋণ নিয়েছিলেন। ওই বাড়িতে তাঁর ভাই ও পরিবারের লোকজনও থাকেন। তাঁদেরকে সময় দেওয়া উচিত ছিল। সংস্থার পক্ষ থেকে তারক সামন্ত বলেন চার বছর ধরে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। অবশেষে আদালতের নির্দেশে তারা বাড়িটি দখল নিতে এসেছেন।"

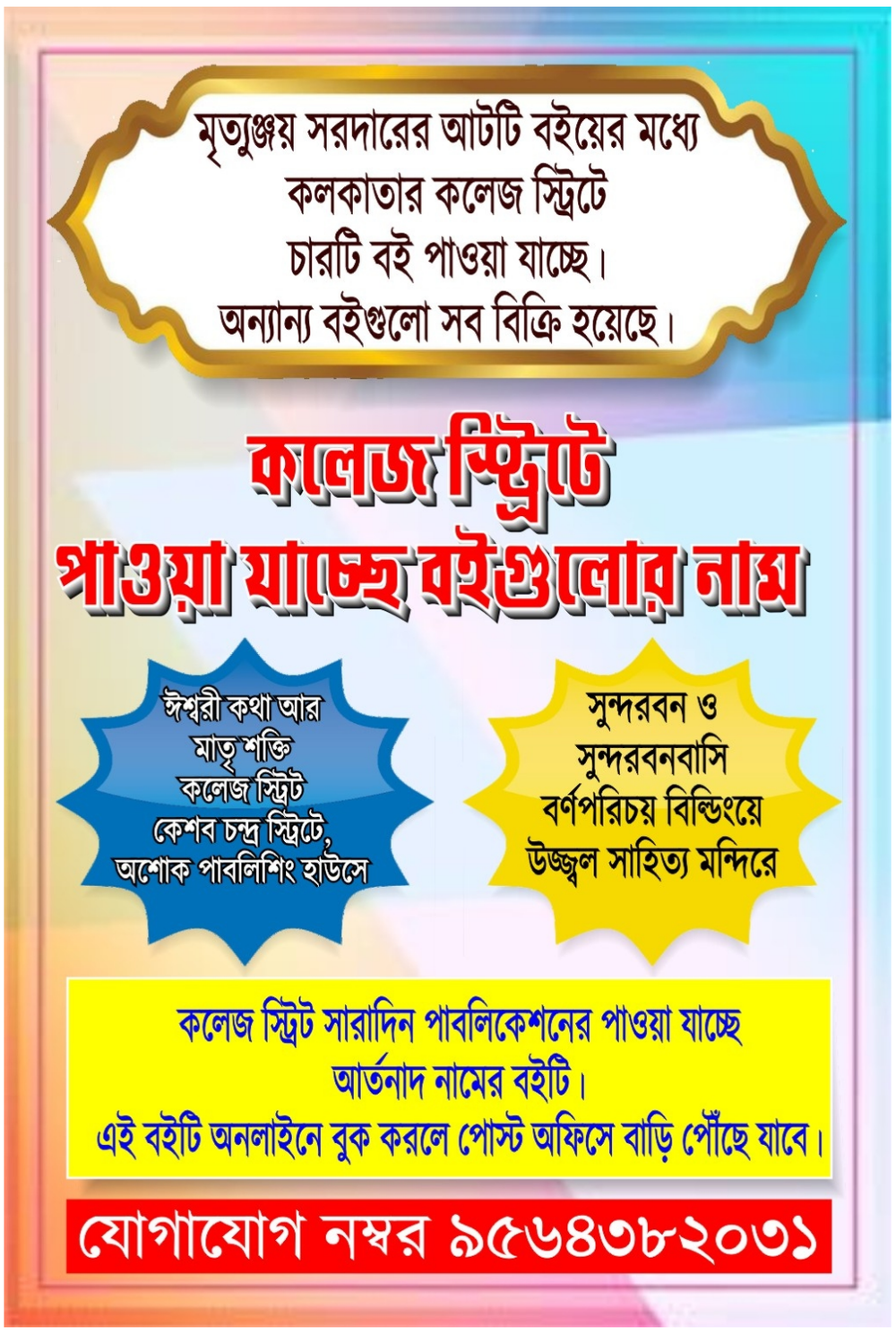

যুগডিহাতে ৯ নম্বর রাজ্য সড়কে ঠান্ডায় গাড়িচালকদের হঠাৎ ঘুমের রাশ টানতে পুলিশের দাওয়াই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দূর থেকে দেখে মনে হবে পুলিশ টাকা তুলছে। কাছে গিয়ে দেখলে এ এক অন্য চিত্র। শুক্রবার রাত্রে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার ৯ নম্বর রাজ্য সড়কে গাড়ির চালকদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা- বিস্কুট খাওয়াল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। এই ঠান্ডায় গাড়িচালকদের চোখ যাতে জড়িয়ে না যায় তার জন্য এই দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করেছে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। কারণ শীতকালেই বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। তাই ৯ নম্বর রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা এড়াতেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ির চালকদের চা-বিস্কুট খাইয়ে নিদ্রায় রাশ টেনে সজাগ করে তোলার উদ্দেশ্যে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ রাতের অন্ধকারে ঠান্ডার মধ্যেও এই কাজ করছে। যা দেখে খুশি গাড়ির চালকরা পুলিশকে সাধুবাদ জানান। রাতের রাজপথে পথনিরাপত্তার স্বার্থে, সাধারণ মানুষের জীবনরক্ষায় পুলিশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান জেলার মানুষজনও। বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধী জানান,ভোর রাতের দুর্ঘটনা কমাতে

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালির রেখা পাত্রর ইলেকশন পিটিশনের রিপোর্ট নিয়ে শোরগোল, ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল বসিরহাটের সন্দেশখালির ঘটনা। বসিরহাট কেন্দ্র থেকে বিজেপির তরফে ভোটে দাঁড় করানো হয়েছিল ওই সন্দেশখালীর বাসিন্দা রেখা পাত্রকে । নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর ভোটগ্রহণ ও গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলে ইলেকশন কমিশনে পিটিশন দাখিল করেছিলেন বসিরহাট কেন্দ্রের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র ।অন্যদিকে মামলাকারীর আইনজীবীও এদিন আদালতে প্রশ্ন করেন নির্বাচন কমিশনের অধীনস্থ অফিসার হয়েও তিনি কিভাবে রাজ্যের হয়ে রিপোর্ট দিচ্ছেন? এই প্রসঙ্গ তুলে ধরেই ওই রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতীত্বের অভিযোগ করেন তিনি। জানা যাচ্ছে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১৫ ই জানুয়ারি ।কলকাতা হাইকোর্টে রেখা পাত্রর ইলেকশন পিটিশনের রিপোর্ট দিয়ে ভর্ৎসিত অফিসার।

এই কেন্দ্র থেকে লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন অভিজ্ঞ তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল। যদিও ইতিমধ্যেই তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাই আবার বসিরহাটে উপনির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত তা সম্পন্ন হয়নি। রেখা পাত্রের মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ইলেকশন কমিশন উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারবে না।

প্রসঙ্গত রেখা পাত্র নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে যে পিটিশন দাখিল করেছিলেন বৃহস্পতিবার ওই মামলাতেই স্বতঃপ্রণোদিত রিপোর্ট জমা পড়ে। আর তাতেই আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়েন বসিরহাট কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার। তিনি মুখে পক্ষপাতদুষ্ট নন বললেও রিপোর্ট পেশ করেন রাজ্যের হয়েই ।আর তাতেই ওই রিটার্নিং অফিসারের ওপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হন জাস্টিস কৃষ্ণা রাও। তবে এদিন হাইকোর্টের বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে পড়ে বাধ্য হয়েই নিজের ভুল স্বীকার করেন ওই রিটার্নিং অফিসার। একইসাথে ওই রিপোর্ট প্রত্যাহার করার কথাও জানিয়েছেন তিনি। যদিও তারপরেও আদালত ওই অফিসারের কাছ থেকে লিখিত জবাব তলব করেছে।

জর্জিয়ায় একই স্থানে পড়েছিল ১১ ভারতীয়র লাশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

জর্জিয়ার গুডাউরি স্কি রিসোর্টে ১২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয় পুলিশ। মৃতদের মধ্যে ১১ জন ভারতীয় নাগরিক এবং একজন জর্জিয়ান। মৃতদেহগুলো একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায়, একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁর ওপরে পাওয়া যায়।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্তে মৃতদেহগুলোর উপর কোনো ধরনের সহিংসতার চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পর ঘরের ভেতরে একটি জেনারেটর চালু করা হয়েছিল, যা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। ঘটনাটি দেশটির ফৌজদারি আইন ১১৬ ধারা অনুযায়ী অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে।

এদিকে, জর্জিয়ার ভারতীয় দূতাবাসের তরফ থেকে এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। বিবৃতি জারি করে তারা শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে। পাশাপাশি মৃত ভারতীয় নাগরিকদের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানিয়েছে।

যে ১১ জন ভারতীয় মারা গেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন পাঞ্জাবের মোগা জেলার গল কালান গ্রামের বাসিন্দা গগনদীপ সিং। তিনি দুবাইয়ে এক বছরেরও বেশি সময় কাজ করার পর মাত্র চার মাস আগে জর্জিয়ায় গিয়েছিলেন। তার বাবা গুরমুখ সিং জানান, তিনি ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্য ৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন।

মৃতদের মধ্যে রয়েছেন জলন্ধরের কোট রামদাসের বাসিন্দা রবিন্দর কালা। তিনি সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদেশে রয়েছেন। প্রথমে দুবাই এবং পরে জর্জিয়াতে কাজ করেছিলেন। তার স্ত্রী কাঞ্চন জানান, স্বামীর মৃত্যুর পর তার এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

প্রসঙ্গত, ককেশাস পর্বতমালার উচ্চভূমিতে অবস্থিত গুডাউরি রিসোর্টটি রাশিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি এবং এটি পর্যটকদের জন্য ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী এই রিসোর্টটি ইউরোপের আল্পসের প্রধান স্কি রিসোর্টগুলোর বিকল্প হিসেবে জনপ্রিয়। ২০২৩ সালে ৩ লাখেরও বেশি আন্তর্জাতিক পর্যটক গুডাউরি ভ্রমণ করেছেন। রিসোর্টটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭ হাজার ২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এবং এখানে ৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ স্কি ট্রেইল রয়েছে যা সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৭৫০ ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে।

শুরু হল সুন্দরবনবাসীর দাবি আদায়ের মেলা!

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী

গণচেতনা, গণশিক্ষা, গণসংস্কৃতি,বিকাশ, শান্তি সম্প্রীতি ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার লক্ষ্যমাত্রা কে পাথেয় করে শান্তির বার্তা দিয়ে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীর কুলতলীতে শুরু হল 'সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব'। কুলতলী মিলনতীর্থ সোসাইটি'র উদ্যোগে শুক্রবার সন্ধ্যায় দ্বারোদ্ঘাটন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে ২৮ তম বর্ষের মেলার আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা করেন মহামান্য কলকাতা হাই-কোর্টের সদ্য প্রাক্তন, প্রধান বিচারপতি শ্রী দেবাশীষ কর গুপ্ত। আর এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের খনি মন্ত্রালয়ের আধিকারিক বর্ষা অশোক আগলায়ে, বস্ত্রালয় মন্ত্রালয়ের আধিকারিক সন্দীপ কুমার, ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর.এম.ও. হেডকোয়ার্টার্স রিক্রুয়িটিং জোনের মেজর, শক্তি দাগর সহ ইন্ডিয়ান নেভির কামান্ডার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার স্বাথী ভাটিয়া, সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা লোকসংস্কৃতি উৎসবের চেয়ারম্যান লোকমান মোল্লা সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। সুন্দরবনের নানান সমস্যা সহ বিভিন্ন দাবি দফা নিয়ে ১০ দিনের এই বৃহৎ মেলার মাঙ্গলিক উদ্বোধনী দিবস কে 'সুন্দরবন বিকাশ দিবস' নামে চিহ্নিত করার পাশাপাশি এই মেলার প্রত্যেকটি দিন কে এরকম 'স্বাস্থ মেলা', 'জব মেলা','মহিলা মৎস্যচাষী দিবস', 'জাতীয় কৃষক দিবস 'সহ 'এডুকেশন কনক্লেভ', নামে নামকরণ করা হয়েছে। সুন্দরবনের উন্নয়ন এবং চাওয়া পাওয়া এই নামকরণের এর মাধ্যমে মেলা উদ্যোক্তারা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টার কসুর করতে খামতি রাখেন নি।

এই মেলা চলবে আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ।মেলার কমিটির সভাপতি লোকমান মোল্লা জানান, মেলায় প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন ধরনের উচ্চমানের সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান, সেই সাথে থাকছে গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালা ও ১০ দিন ব্যাপি আঁধার সেবা ক্যাম্প থাকছে, যা এই প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় এক অভিনব প্রয়াস। মেলায় রয়েছে রাজ্য সরকারের ৬টি ষ্টল, কেন্দ্র সরকারের ৪০ টি বিভিন্ন ধরনের ষ্টল ছাড়াও অন্যান্য ২৫০ টি নানান ধরনের ষ্টল রয়েছে মেলা প্রাঙ্গনে। এদিন এই মেলার মূল মঞ্চ ডঃ বি.আর.আম্বেদকর মঞ্চ থেকে দাবি তোলা হয় সুন্দরবনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাতলা নদীর চরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অতি শীঘ্রই ক্যানিং টু ঝড়খালি রেললাইন সম্প্রসারন এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম্য মায়েদের জন্য মাতৃসদন হাসপাতাল গড়ে তোলার।

সব মিলিয়ে ১০ দিনের এই মেলা প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে দাবি আদায়ের এক অভিনব মিলন ক্ষেত্র।

পি কে হালদারকে জামিন দিল কলকাতার আদালত

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশ থেকে বিপুল অর্থপাচারে অভিযুক্ত প্রশান্ত কুমার হালদারসহ (পি কে হালদার) তিনজনকে জামিন দিলেন কলকাতার ব্যাংকশাল কোর্টের অন্তর্গত নগর দায়রা আদালত।

শুক্রবার তারা জামিন পান।

পি কে হালদারের সঙ্গে জামিন পেয়েছেন স্বপন মিস্ত্রি ওরফে স্বপনকুমার মিস্ত্রি, উত্তম মিস্ত্রি ওরফে উত্তম কুমার মিস্ত্রি।

প্রত্যেককে ১০ লাখ রুপির বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন আদালত। একইসঙ্গে শর্ত দেওয়া হয়েছে, মামলা চলাকালীন তাদের আদালতে হাজিরা দিতে হবে। এমনকি রাজ্য বা দেশ ত্যাগ করা যাবে না।

এর আগে গত ২৭ নভেম্বর জামিন পেয়েছিলেন পি কে হালদারের ভাই প্রানেশ হালাদার, আমিনা সুলতানা ওরফে শর্মি হালদার ও ইমন হোসেন। ২০২২ সালের ১৪ মে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বৈদিক ভিলেজ থেকে হালদারদের গ্রেফতার করে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এরপর থেকে দেশটিতেই বন্দি হালদাররা। প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-২০০২ অর্থাৎ অবৈধভাবে অর্থপাচার এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছিল ইডি।

পি কে হালদারসহ পাঁচ পুরুষ সহযোগীকে রাখা হয়েছিল কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। নারী সহযোগী আমিনা সুলতানা ওরফে শর্মি হালদারকে রাখা হয়েছিল কলকাতার আলিপুর সংশোধনাগারে।

পার্লামেন্ট চত্বরে হাতাহাতির ঘটনায় আইসিইউতে ২

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

নয়াদিল্লিতে পার্লামেন্ট চত্বরে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের সঙ্গে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সংসদ সদস্যদের হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত দুই এমপিকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিরোধীদের সঙ্গে এনডিএ জোটের সদস্যদের এই সংঘর্ষ হয়। এ সময় বিজেপির দুজন সংসদ সদস্য মাথায় আঘাত পেয়েছেন।

আহতদের নয়াদিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিন পার্লামেন্টের বাইরে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও বিজেপির এমপিদের ধাক্কাধাক্কি হয়। এ সময় বিজেপির এমপি প্রতাপ সারাঙ্গী মাথায় আঘাত পান। পরে তাকে হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। এছাড়া আহত আরেক বিজেপি এমপি মুকেশ রাজপুতকেও আইসিইউতে ভর্তি করা

হয়েছে।

বিজেপির অভিযোগ, রাহুল গান্ধীর আঘাতেই তাদের দলের এমপিরা আহত হয়েছেন। বিজেপি সরকারের সংসদবিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু বলেন, কী করে তিনি (রাহুল) সংসদে শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন। কোন আইন তাকে এমপিদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ক্ষমতা দিয়েছে?

সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওচিত্রে দেখা যায়, ভারতীয় সংসদের বাইরে বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সারাঙ্গী মাথায় আঘাত পেয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। এ সময় রাহুল গান্ধী তার কাছে গিয়ে শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে বিজেপি সাংসদরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান। এ বিষয়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া প্রতাপ সারাঙ্গী পিটিআইকে বলেন, 'আমি সংসদ চত্বরে একপাশে দাঁড়িয়েছিলাম। রাহুল গান্ধী এক এমপিকে ধাক্কা দেয়। তিনি আমার ওপর পড়ে যান। আমি নিচে পড়ে গিয়ে ব্যাথা পাই।' তখন বিজেপি নেতা নিশিকান্ত দুবে রাহুলকে উদ্দেশ করে বলেন, রাহুল, আপনার কি লজ্জা করে না? আপনি এখানে গুন্ডামি করছেন! একজন বৃদ্ধ লোককে (প্রতাপ সারাঙ্গী) ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন!

ঘটনার পর রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন, বিজেপি সাংসদরা তাকে ধাক্কা মেরেছেন এবং সংসদ ভবনে প্রবেশে বাধা দিয়েছেন। এই ঘটনার পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এজাহার (এফআইআর) করেছে বিজেপি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, পার্লামেন্ট স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনে গিয়ে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর, বাঁশুরি স্বরাজ।

ঢাকাকে সমঝে দিল দিল্লি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইউনূস প্রশাসনের সঙ্গে সুসম্পর্ক চায় ভারত। কিন্তু, বাংলাদেশের নেতাদের ভারত নিয়ে আলটপকা মন্তব্যকে যে ভালভাবে নেওয়া হচ্ছে না, ইউনূস প্রশাসনকে স্পষ্ট বার্তা দিল নয়াদিল্লি। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানালেন, ভারতের কড়া আপত্তির কথা জানানো হয়েছে বাংলাদেশকে।বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "ভারতের তরফে সচিব পর্যায়ের বৈঠকে নিজেদের অবস্থান জানানো হয়েছে। ভারত গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল বাংলাদেশের পক্ষে।" দুপক্ষের যৌথ বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য কাজ করে যাওয়া হবে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশি স্লিপার সেলের ৮ সদস্যের গ্রেফতারি নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, "ভারতের নিরাপত্তার বিষয়গুলি সবসময়ই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। বিভিন্ন এজেন্সি ভারতের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।"প্রকাশ্যে মন্তব্য নিয়ে সচেতন হওয়া উচিত বলে ইউনূস প্রশাসনকে বার্তা দিল ভারত।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের জেরে গত ৫ অগস্ট প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। তার তিনদিন পর মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয়। ইউনূস প্রশাসনের চার মাস কাটতে না কাটতেই ফের উত্তপ্ত বাংলাদেশ। হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে বারবার বার্তা দিয়েছে ভারত। তবে ইউনূস প্রশাসনের বিশেষ হেলদোল দেখা যায়নি।কিন্তু, ইউনূস প্রশাসনের সঙ্গে ভারত যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়, সেই বার্তা বারবার দিয়েছে নয়াদিল্লি। এমনকি, কিছুদিন আগে ঢাকা সফরে যান বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। সেখানেও তিনি বার্তা দেন, ভারত ইউনূস প্রশাসনের সঙ্গে সুসম্পর্ক চায়। এমনকি, পদ্মাপারের দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার পর ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশন ও ডেপুটি হাইকমিশনে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়।

ভারত যখন বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দিচ্ছে, তখন বাংলাদেশের নেতা ও প্রাক্তন সেনা আধিকারিকদের আলটপকা মন্তব্য করতে দেখা যায়। দিন তিনেক আগে মহম্মদ ইউনূসের ঘনিষ্ঠ ও অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরাকে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়েছেন। যা নিয়ে বিতর্ক বাধে। পোস্টটি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সরিয়ে নেন মাহফুজ।কিন্তু, অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টার এমন পোস্ট যে ভারত ভালভাবে নিচ্ছে না, সেই বার্তা ইউনূস প্রশাসনকে দিল বিদেশ মন্ত্রক। এদিন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "বাংলাদেশের নেতার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নিয়ে কড়া ভাষায় নিজের আপত্তি বাংলাদেশকে জানিয়েছে ভারত।" তাঁর কথায়, "ভারত বরাবরই জানিয়ে এসেছে, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। কিন্তু সে সম্পর্ক বাংলাদেশের তরফ থেকেও বজায় রাখার জন্য তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেখানকার নেতারা প্রকাশ্যে কী মন্তব্য করছেন।"

জয়পুর-আজমের হাইওয়েতে পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রতি শোকজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর, এককালীন সাহায্য ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাজস্থানের জয়পুর-আজমের হাইওয়েতে পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেছেন। সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের নিকটাত্মীয়দের ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে এককালীন অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) থেকে এক্স পোস্টে জানানো হয়েছে:

"রাজস্থানের জয়পুর-আজমের হাইওয়েতে পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। স্থানীয় প্রশাসন দুর্ঘটনাগ্রস্তদের সহায়তা করছে। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের নিকটাত্মীয়দের এককালীন ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। আহতদের দেওয়া হবে ৫০,০০০ টাকা করে।

২ পাতার পর

যুগডিহাতে ৯ নম্বর রাজ্য সড়কে ঠান্ডায় গাড়িচালকদের হঠাৎ ঘুমের রাশ টানতে পুলিশের দাওয়াই

বেলিয়াবেড়া পুলিশের তরফে ট্রাক চালকদের সজাগ রাখতে তাঁদের দাঁড় করিয়ে চা-বিস্কুট খাওয়ানোর দাওয়াই দেওয়া হচ্ছে। এতে চালকদের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব যেমন কাটবে, তেমনই গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণও করা যাবে। তিনি আরও বলেন,বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চালকের চোখ বুজে আসাই রাতে দুর্ঘটনার মূল কারণ। থাকেন,তার জন্য যুগডিহা ও বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার বিভিন্ন রাজ্য সড়কের বিভিন্ন জায়গায় ট্রাক-লরি দাঁড় করিয়ে চালকদের চা খেতে দেওয়া শুরু হচ্ছে।

যোগ্য নেতার যোগ্য দায়িত্ব, ইনফোসিস-কে যাতে কেউ 'বিরক্ত' না করে, তা দেখতে হবে সওতাকতে

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

ইনফোসিসের নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধনে গিয়ে দলের বিধায়ক শওকত মোল্লাকে 'নতুন দায়িত্ব' দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশ, ইনফোসিস-কে যাতে কেউ 'বিরক্ত' না করে, তা দেখতে হবে সওতাকতে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার মধ্যেই রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগের পরিবেশে সমস্যার কথা ধরা পড়ছে বলে মনে করছে বিরোধীরা। দায়িত্বপ্রাপ্ত শওকত অবশ্য বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রী যে দায়িত্ব আমাকে দেবেন, সেটা পালন করার চেষ্টা করব। শান্তি থাকলেই সুষ্ঠু ভাবে বিনিয়োগ আসবে এবং রাজ্য এগোবে। ভাঙড় এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা বিনিয়োগে করতে আসছে। তাই এলাকা শান্ত রাখতে হবে।" আগেকার 'অশান্তি'র দায় তিনি চাপিয়েছেন আরাবুলের উপরে। আর দল হিসেবে তৃণমূল মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তাকে সরকারের 'ইতিবাচক মনোভাবের প্রতিফলন' হিসেবেই দেখছে। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের কথায়, "কোথাও আইনশৃঙ্খলার কোনও সমস্যা হলে তা সরকার ও প্রশাসনই দেখবে। তবে স্থানীয় স্তরে বিচ্ছিন্ন ভাবেও যাতে শিল্পদ্যোগীদের সমস্যায় পড়তে না হয়, মুখ্যমন্ত্রী তা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। এর সঙ্গে সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনও সম্পর্ক নেই।" সেই সঙ্গেই তিনি 'অতীতের অভিজ্ঞতা' দেখিয়ে তাঁর দাবি, "সিপিএমের আমলে অন্যায় ও উগ্র শ্রমিক আন্দোলনের জেরে শিল্পপতিরা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এখন সেই তো পরিস্থিতিই নেই। এই 'সতর্ক-বার্তা' ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়, সকলকে শিল্পের সহযোগী হওয়ার বার্তা।"সেই সঙ্গেই প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য জুড়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যা হাল, তাতে সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও শিল্প স্থাপন কি সম্ভব? সর্বত্র শাসক দলের দাপুটে নেতাদের 'দায়িত্ব' দেওয়াই কি সমাধানের পথ? শাসক শিবিরের পাল্টা মত, বাম জমানায় জঙ্গি আন্দোলনের জেরে যে ভাবে শিল্পের ঝাঁপ বন্ধ হত, এখন পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক উন্নত।

ইতিহাস বলছে, রাজারহাটে ইনফোসিস এবং উইপ্রোর মতো তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ আটকে গিয়েছিল অনেক আগেই। বাম জমানায় ২০০৯ সালে রাজারহাটের শিখরপুরে একটি স্থানীয় ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে গোলমালের জেরে বেদিক ভিলেজে আগুন দিয়েছিল ক্ষুব্ধ জনতা। সেই ঘটনার সূত্রেই প্রকাশ্যে এসেছিল রাজারহাট, নিউ টাউন এলাকায় জমি দখলে 'দাদাগিরি'র অভিযোগ। সিঙ্গুরে টাটার কারখানা নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্যে সেই সময়ে ইনফোসিস, উইপ্রো আর এগোতে চায়নি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আশ্বাস সত্ত্বেও। ঘটনাচক্রে, রাজারহাটে দেড় দশক আগে জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগে নাম জড়িয়েছিল ভাঙড়ের তৃণমূল কংগ্রেসের তদানীন্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলামের। আর এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা যে শওকতকে দায়িত্ব দিয়েছেন শান্তি রক্ষার, তিনি দলের তরফে ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক এবং শাসক শিবিরের সমীকরণে আরাবুলের বিপরীত শিবিরের!বিরোধীরা অবশ্য শুধু রাজারহাট বা ইনফোসিস বলে নয়, গোটা রাজ্যের নিরিখেই বিনিয়োগ ও শিল্পের চিত্রকে দেখতে চাইছে। রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের যেমন দাবি, "রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। এখন তৃণমূলই পুলিশ। পুলিশই তৃণমূল! নিচু তলায় বিচারব্যবস্থা আক্রান্ত। নিম্ন আদালতের বিচারকেরা প্রাণ ভয়ে সিঁটিয়ে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলকেই সবটা দেখে শুনে রাখতে হচ্ছে। আর এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে শিল্প আসে না।" সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, তৃণমূলের কাজকর্মের জন্যই ইনফোসিসের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রায় ১০ বছর দেরিতে চালু হল। সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, "শিল্পে যাতে শান্তি থাকে, মুখ্যমন্ত্রী তার দায়িত্ব দিয়েছেন শওকতকে। যিনি বোমা বানান বলে মুখ্যমন্ত্রীই আগে বলেছিলেন! তা হলে অশান্তি পাকায় শওকতেরা, এটা মেনে নিলেন? নাকি শান্তি রাখার জন্য কাকে তোলা দিতে হবে এবং কালীঘাট ভাগ পাবে, সেই বার্তা শিল্প-কর্তাদের দিয়ে দিলেন? কোথাও শওকত, কোথাও অনুব্রত, কোথাও জাহাঙ্গির এ ভাবেই তো চলছে!''ইনফোসিসের দৌলতে চার হাজার কর্মসংস্থানের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার যে হাল, তাতে ওই কর্মসংস্থানের তালিকায় বাংলার ছেলে-মেয়েদের কত জন সুযোগ পাবেন, প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী। সেই সঙ্গেই তাঁর অভিযোগ, "জমির ব্যবস্থা করার জন্য তৃণমূলের লোকজন শিল্প-কর্তাদের কাছে দানাপানি তো নিয়েই থাকে। রাজ্য জুড়ে সেই কারবার বন্ধ করতে কোনও ব্যবস্থা হয়েছে? এখন মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বার্তা দিচ্ছেন, ওখানে আর ঝামেলা ক'রো না!"

১৩ তম বর্ষের হরিপাল মেলার উদ্বোধন করলেন সেচ মন্ত্রী ডাক্তার মানুষ রঞ্জন ভূঁইয়া

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

১৩ তম বর্ষের হরিপাল মেলার আজ শুভ উদ্বোধন হলো। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই মেলার শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী ডাক্তার মানষ রঞ্জন ভূঁইয়া, ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য হুগলী গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না অভিনেত্রী নুসরাত জাহান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মেলার উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সেচমন্ত্রী মানষ রঞ্জন ভূঁইয়া বলেন সংস্কৃতিক সংবেদনশীল পরিমণ্ডল জীবনে আমি কম দেখেছি এখানকার মন্ত্রী বিধায়ক বেচারাম মান্না করবি মান্না সহ এলাকার আধিকারিক বৃন্দ ও সাধারণ মানুষের এই সাংস্কৃতিক মনোভাবের তারিফ করেন তিনি। এক প্রশ্নের উত্তরে সেচ মন্ত্রী ডাক্তার মানষ রঞ্জন ভূঁইয়া বলেন আমরা তৈরি হয়ে পড়েছি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের সেচ দপ্তর ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করবেই করবে। ওই অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন হরিপাল মেলা ১৩ বছরের পড়ল ১৩ দিন ধরে এই মেলা চলবে। এটি একটি সম্প্রীতির মিলন মেলা, এখানে যেমন পুরানো আমলের খাবার পাওয়া যাবে তেমনি মানুষের সংস্কৃতিক চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন নামিদামি শিল্পীদেরও উপস্থিত থাকারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মেলাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৪৩ সংখ্যা ২১ ডিসেম্বর, ২০২৪ শনিবার ০৫ পৌষ, ১৪৩১

তোপসিয়ায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড - শতধিক ঝুপড়ি ভষ্মীভূত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আবার ভয়াবহ আগুন কলকাতায়। সম্প্রতিককালে অনেকবার কলকাতায় আগুন লেগেছে। কিন্তু এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটেনি। আজ দুপুরে সায়েন্স সিটির কাছে তপসিয়ায় বাইপাসের ধারে আচমকা আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ভষ্মীভূত হয়ে যায় একের পর এক ঝুপড়ি। পুড়ে ছাই হয়ে যায় বেশ কিছু পাকা বাড়ি, দোকানও। পাশেই রয়েছে শহরের বেশ কিছু বিলাসবহুল বহুতল, রয়েছে অফিস। তাই সেখানে যাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে বাড়তি নজর রয়েছে পুলিশের। চারিদিকে শুধুই হাহাকার। খবর পাওয়া মাত্রই শুরুতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আগুনের ৮টি ইঞ্জিন। কিন্তু, আগুনের দাপট ঠেকাতে ছুটে আসতে হয় আরও ৭টি ইঞ্জিন। কিন্তু প্রবল হওয়ার কারণে দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন ও তার কর্মীরা কিছুতেই আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে পারছেন না। শেষ পাওয়া আপডেটে জানা যাচ্ছে আগুনের গ্রাসে পড়েছে প্রায় ১০০টির বেশি ঝুপড়ি। যদিও স্থানীয়দের দাবি, সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে। এদিকে পুলিশ আসতেই আবার পুলিশের উপর ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায় এলাকার বাসিন্দাদের। দমকল দেরিতে আসাতেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। যদিও দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। ঘটনাস্থলে এলেন দমকল মন্ত্রী সুজি, এলেন এলাকার বিধায়কও। সুজিত বসু, জাভেদ খানকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাতে দেখা যায় স্থানীয়দের। এলাকার মানুষদের দাবি, ইতিমধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে একশোর বেশি ঝুপড়ি। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন নিয়মিত।

সম্পাদকীয়

এক দেশ, এক ভোটে লাভ কংগ্রেসেরও

এক দেশ, এক ভোট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ড্রিম প্রোজেক্ট' নিয়ে প্রবল আপত্তি কংগ্রেসের। হাত শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করছে, রাজ্য ও কেন্দ্রের ভোট একসঙ্গে হলে জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনগুলিতেও সুবিধা পাবে বিজেপি। যদিও পালটা যুক্তিও আছে।তাছাড়া গোটা দেশকে এক সুতোয় বাধার মতো কেন্দ্রীয় কোনও ইস্যুও কংগ্রেসের হাতে নেই। বিজেপি যেমন স্রেফ হিন্দুত্বের জিগির তুলে আসমুদ্র হিমাচল এক সুতোয় বেঁধে ফেলতে পারে, সেটা করার মতো কোনও হাতিয়ার কংগ্রেসের হাতে নেই। রাহুল গান্ধী জাতিগত জনগণনা, বা সংবিধান বদলের মতো ইস্যু তুলছেন বটে, সেই ইস্যুগুলিও গোটা দেশে সমানভাবে প্রভাবশালী নয়। ফলে একসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট হলেও অদূর ভবিষ্যতে অন্তত কংগ্রেস সেটার সুবিধা নেওয়ার মতো জায়গায় নেই। বরং, আলাদা আলাদা ভোট হলেই আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট করে রাজ্যে রাজ্যে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটাকেই শ্রেয় বলে মনে করছে হাত শিবির।কংগ্রেসেরই একটা অংশ মনে করছে, লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট যৌথভাবে হলে জাতীয় দল হিসাবে বিজেপির পাশাপাশি লাভবান হবে হাত শিবিরও। কেন? ওই শিবিরের যুক্তি, গত কয়েক দশকে সমাজবাদী পার্টি, এনসিপি, তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে, আরজেডি, জেএমএমের মতো আঞ্চলিক দল রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে পুষ্ট হয়ে রাজনীতি করছে। এই দলগুলি আদর্শগতভাবে কংগ্রেসের মতোই। তবে এদের অ্যাডভান্টেজ হল, এরা নিজেদের রাজ্যের স্থানীয় ইস্যুকে সামনে রেখে ভোট ময়দানে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। বিজেপির উগ্র জাতীয়তাবাদের সামনে বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে অন্তত আঞ্চলিক ইস্যু তুলে এই দলগুলি সফল। কিন্তু কংগ্রেস জাতীয় দল হওয়ার দরুণ এই আঞ্চলিক আবেগকেও কাজে লাগাতে পারছে না।

কংগ্রেস নেতারা মনে করছেন, লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট একসঙ্গে হলে স্থানীয় ইস্যুর তুলনায় বেশি গুরুত্ব পাবে জাতীয় ইস্যু। কারণ এখনও দেশের অধিকাংশ ভোটার লোকসভা এবং বিধানসভায় আলাদা আলাদা দলকে ভোট দেওয়ার মতো সচেতন নন। ফলে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব কমে গিয়ে ভারতীয় রাজনীতি বিজেপি এবং কংগ্রেস এই দুই মেরুকে ঘিরে আবর্তিত হতে পারে। তাতে বিজেপির মতো কংগ্রেসও লাভবান হবে। সাম্প্রতিক অতীতেও উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরলের মতো রাজ্যে দেখা গিয়েছে, বিধানসভা ভোটে সেভাবে দাগ কাটতে না পারলেও লোকসভায় মোটামুটি ভালো ফল করেছে হাত শিবির। বস্তুত সম্প্রতি একাধিক নির্বাচনে দেখা গিয়েছে হাতে যথেষ্ট ইস্যু থাকা সত্ত্বেও সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুণ বিজেপিকে হারাতে পারেনি হাত শিবির। কংগ্রেস নেতাদের একাংশ মনে করছেন, জোরালো জাতীয় ইস্যু থাকলে বা কেন্দ্রীয় নেতারা জনমানসে প্রভাব বিস্তার করার মতো প্রচার করতে পারলে সাংগঠনিক দুর্বলতা ঢেকে ফেলা যায়। সেটা সম্ভব হবে একমাত্র লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট একসঙ্গে হলেই। এখন প্রশ্ন হল, এক দেশ, এক ভোটে যদি কংগ্রেস সুবিধাই পায়, তাহলে হাত শিবিরের এত বিরোধ কেন? ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, কংগ্রেসের বিরোধিতার একাধিক কারণ রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হল শরিকি চাপ। ইন্ডিয়া জোটের শরিক সব আঞ্চলিক দলই নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধী। তাছাড়া, লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট একসঙ্গে হলে কংগ্রেসের যে সুবিধা পাওয়ার কথা, সেই সুবিধা নেওয়ার মতো প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয় কেন্দ্রীয় নেতা কংগ্রেসের হাতে নেই। রাহুল গান্ধী বা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীরা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন বটে, তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ধারেকাছে নেই। বরং সে তুলনায় একাধিক রাজ্যে কংগ্রেসের রাজ্য নেতারা বেশ শক্তিশালী। যেমন, কর্নাটকে ডিকে শিবকুমার, সিদ্ধারামাইয়ার মতো নেতারা রাহুল গান্ধীদের সাহায্য ছাড়াও ক্ষমতা দখল করতে পারেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(আঠাশতম পর্ব)

প্রসঙ্গত, গুপ্তযুগের অন্তে জয়নাগ/শশাঙ্কযুগে শিব ও নীলাবতীর বিবাহ উৎসব বাংলায় শুরু হয়েছিল এবং বাংলা নববর্ষ সেই থেকে শুরু হয়ে থাকতে পারে এই মর্মে ইতিহাসের একটি ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সে এই প্রবন্ধের আলোচনার বাইরে।

বৌদ্ধ তন্ত্রে আটজন গৌরী দেবী আছেনঃ গৌরী, চৌরী, বেতালী, ঘস্মরী, পুক্কসী, শবরী, চণ্ডালী, ডোম্বী। প্রত্যেকেই "ভীষণদর্শনা, নগ্না, শুষ্কনৃমুণ্ডমালা সুশোভিতা এবং প্রত্যালীঢ়াসনা" (বিনয়তোষ ৭২)।

চারজন ডাকিনীর উল্লেখ করেছেন বিনয়তোষঃ ডাকিনী(নীলবর্ণা), লামা (হরিদ্বর্ণা), খণ্ড রোহা (রক্তবর্ণা), রূপিণী (শুভ্রবর্ণা)। "সকলেই দেখিতে একই প্রকারের ভীষণদর্শনা এবং ইঁহারা আলীঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই একমুখা এবং চতুর্ভুজা, দুইটি দক্ষিণ হস্তে ডমরু এবং কর্তৃ ধারণ করেন এবং দুইটি বামহস্তে কপালাঙ্কিত খট্বাঙ্গ এবং কপাল ধারণ করেন" (৭৫)।

সুকুমার সেন তারাকল্পনার সঙ্গে কালীকল্পনার সংযোগ দেখেছেন।

মহাচীনক্রম-তারা (মহাচীনতারা সম্পর্কে বলছেন সুকুমার) "কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ একবক্ত্র ত্রিনেত্র দ্রংষ্টাকরাল খর্ব লম্বোদর মুণ্ডমালা ব্যাঘ্রচর্মপরিধান শবারূঢ় রক্তপদ্মে অধিষ্ঠিত। ডান হাতে খাঁড়া ও কাটারি, বাঁ হাতে উৎপল ও নরকপাল। অতি ঘোর ভীমরূপ, অট্টহাস" (৪: ৩৬৩)।

পুনরায়, সুকুমারঃ "প্রসন্নতারা নামটির 'প্রসন্ন' অংশের অর্থ কিন্তু ঠিক বিপরীত। ইনি মহাঘোররূপা কিন্তু নবযৌবনা এবং হাস্যমুখী। বর্ণ হেম, নেত্র তিনটি করে অষ্ট বদনে, হাত ষোলোটি, গলায় পঞ্চাশটি রক্তঝরা নরমুণ্ডের মালা, উর্ধ্ব পিঙ্গল কেশ। ইনি বাঁ পায়ে ইন্দ্রকে চেপে আছেন, ডান

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মসজিদের নীচে মন্দির খোঁজার ঘটনায় ক্ষুব্ধ আরএসএস প্রধান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রামমন্দিরের অনুকরণ চায় না ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) বরং যেভাবে প্রত্যেক দিন মন্দির-মসজিদ বিতর্ককে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে, তাতে অসন্তুষ্ট সঙ্ঘপ্রধান মোহন ভাগবত।

পুনেয় 'বিশ্বগুরু ভারত' শীর্ষক বক্তৃতায় ভাগবত বলেন, "রামমন্দির তৈরি হওয়ার পর কেউ কেউ মনে করছেন তারা নতুন নতুন জায়গায় একই ধরনের বিষয় সামনে এনে হিন্দুদের নেতা হয়ে উঠবেন। এটা মানা যায় না।"

অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণ শুরু হওয়ার পরে আদালতে দাবি উঠেছে, এবার মথুরায় শাহি ইদগাহ মসজিদ ও বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ সরানো হোক। অতি সম্প্রতি একই দাবি উঠেছে সম্ভলের শাহি জামা মসজিদকে ঘিরেও। অতীতে এই সমস্ত জায়গায় মন্দির ছিল, এমনটা দাবি করে ফের তা নির্মাণের দাবিও উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কোনও জায়গার নাম না-করলেও মনে করা হচ্ছে এই ঘটনাগুলির দিকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন ভাগবত। সঙ্ঘপ্রধান বলেন, "প্রতি দিন নতুন নতুন বিষয় (সমস্যা) সামনে আনা হচ্ছে। এটা কী ভাবে মেনে নেওয়া যায়? এটা চলতে পারে না। আমরা যে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে পারি, ভারতের সেটা দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।"

সম্প্রীতির একাধিক নির্দশনও তুলে ধরেন ভাগবত। তিনি জানান, রামকৃষ্ণ মিশনে বড়দিন উদযাপিত হয়। এই প্রসঙ্গেই তার সংযোজন, "কেবল আমরাই এই কাজ করতে পারি। কারণ আমরা হিন্দু।" সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নিয়ে ভাগবতের ব্যাখ্যা, "এখানে সবাই সমান। এখানে সবাই নিজের মতো করে উপাসনা করতে পারেন। বাঁচার জন্য যেটা প্রয়োজন তা হল, সম্প্রীতি আর আইনশৃঙ্খলা মেনে চলা।" সংবিধান নিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে শাসক-বিরোধী চাপানউতর দেখা গিয়েছে। এই আবহে ভাগবত বলেন, "দেশ এখন সংবিধান অনুযায়ী চলছে। এই ব্যবস্থায় মানুষ সেই প্রতিনিধিদেরই বেছে নেবেন, যারা সরকার চালাতে পারবেন। আধিপত্যের দিন চলে গিয়েছে।"

এবার রাহুলের বিরুদ্ধে বিজেপির এফআইআর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের পার্লামেন্টে গতকাল হট্টগোলের সময় সরকারপক্ষ বিজেপির দুই সংসদ সদস্যকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে।

বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে অমিত শাহের মন্তব্যে তুমুল বিতর্কের জল গড়ায় ভারতের সংসদ ভবন চত্বরে। শাসক বিজেপি এবং বিরোধীপক্ষের ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সংবিধান-বিতর্কে কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে শাহ বলেন, 'এখন এক ফ্যাশন হয়েছে- আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর। এত বার যদি ভগবানের নাম নিতেন তবে সাত জন্ম স্বর্গবাস হত।'

বুধবার সকালেই সংসদের বাইরে মকর দ্বারের সামনে কংগ্রেস-সহ বিরোধী সাংসদেরা আম্বেদকরের ছবি হাতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বৃহস্পতিবার বিজেপি সংসদ সদস্যরা সংসদের বাইরে জড়ো হন। কংগ্রেস এমপিদের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেন। সে সময় দু'পক্ষের ধস্তাধস্তিতে মাটিতে পড়ে গিয়ে আঘাত পান কেউ কেউ। লোকসভার সাংসদ প্রতাপচন্দ্র ষড়ঙ্গীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে। বিজেপি রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে। বিজেপির অভিযোগ, তাদের দুই সাংসদকে আঘাত করেছেন রাহুল। অবশ্য এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপালের দাবি, আম্বেদকর সম্পর্কে শাহের অবমাননাকর মন্তব্যের ফলে বিপাকে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে নজর ঘোরাতেই রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন, 'রাহুল আমার বড় ভাই। ধাক্কাধাক্কি করা তার চরিত্রবিরোধী। যে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে, কেউ তা বিশ্বাস করে না। আমি তাঁর বোন হয়ে তা জানি। সারা দেশও জানে।'

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

৬১) চন্দ্ররূপা , ৬২) ইন্দিরা, ৬৩) ইন্দুশীতলা, ৬৪) আহ্লাদিণী, ৬৫) নারায়নী, ৬৬) বৈকুণ্ঠেশ্বরি ৬৭) হরিদ্রা ৬৮) সত্যা , ৬৯) বিমলা, ৭০) বিশ্বজননী, ৭১) তুষ্টি, ৭২) দারিদ্রনাশিণী, ৭৩) ধনদা , ৭৪) শান্তা, ৭৫) শুক্লামাল্যাম্বরা , ৭৬) শ্রী, ৭৭) ভাস্করী , ৭৮) বিল্বনিলয়া, ৭৯) হরিপ্রিয়া , ৮০) যশস্বীনি, ৮১) বসুন্ধরা , ৮২) উদারঙ্গা, ৮৩) হরিণী , ৮৪) মালিনী, ৮৫) গজগামিনী ৮৬) সিদ্ধি ,

ক্রমশঃ

পেট্রোল পাম্পে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৯

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রাজস্থানে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষের ঘটনায় আগুন লেগে অন্তত নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪০ জনের বেশি। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে রাজস্থানের জয়পুরে আজমির রোডে একটি পেট্রোল পাম্পের বাইরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পর পেট্রোল পাম্পের কাছে পার্ক করা একটি সিএনজি ট্যাঙ্কারে আগুন ধরে যায়।

স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, আগুনে পেট্রোল পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা আরও কয়েকটি যানবাহন পুড়ে যায়। ঘটনার পর বিশাল আগুনের শিখা এবং কালো ধোঁয়ার মেঘ কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও দেখা যায়।

প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, যে ট্রাকটি সিএনজি ট্যাঙ্কারে ধাক্কা দিয়েছিল, সেটি রাসায়নিক পদার্থ বহন করছিল। ফলে দ্রুতই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা হতাহতদের দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন। তিনি প্রাণহানির জন্য

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

এক নজরে ওস্তাদ জাকির হুসেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

রবিবার সান ফ্রান্সিসকোর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ভারতের কিংবদন্তি তবলাবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা উস্তাদ জাকির হুসেন। এনডিটিভি, আনন্দবাজারসহ ভারতের মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতে সেই খবর প্রকাশ করা হয়। তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই খবর উল্টে যায় জাকির হুসেনের ভাগ্নে আমির আউলিয়ার এক্স পোস্টে। তিনি জানিয়েছেন, কিংবদন্তি তবলাবাদক জীবিত আছেন। সেই সঙ্গে তাঁর অনুরোধ, ভুয়া খবর প্রচার যেন দ্রুত বন্ধ করা হয়।

আমির এক্সে লেখেন, "আমার মামা জাকির হুসেন বেঁচে আছেন। তবে তিনি আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোর এক হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন। তার চিকিৎসা চলছে। বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা তার ভক্তদের কাছে আবেদন, সকলে যেন তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেন। সংবাদমাধ্যমের কাছে অনুরোধ, ভুয়ো তথ্য প্রচার বন্ধ করা হোক।"

ওস্তাদ জাকির হোসেনের বোন খুরশিদ আউলিয়া ভারতীয় গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'এই মুহূর্তে আমার ভাই গুরুতর অসুস্থ। আমরা ভারত ও বিশ্বব্যাপী তার সব ভক্তুঅনুরাগীদের প্রতি তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করছি।'

১৯৫১ সালে মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণকারী জাকির হুসেন, ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক উস্তাদ আল্লা রাখার পুত্র। সঙ্গীতের প্রতি তার প্রাথমিক আগ্রহ এবং কঠোর প্রশিক্ষণ তাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। সঙ্গীতের প্রতি তার অসীম ভালোবাসা, সৃজনশীলতা এবং সূক্ষ্মতা তাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিচিত করে তোলে। তিনি কেবল একজন সঙ্গীতশিল্পী নন, বরং সাংস্কৃতিক দূত হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেন, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিয়েছেন।

জাকির হুসেনের সুর, তাল এবং বাদন নিয়ে তার অসামান্য দক্ষতা এবং সৃষ্টিশীলতা তাকে পৃথিবীজুড়ে শ্রদ্ধার পাত্র করে তোলে। পশ্চিমী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত, জ্যাজ এবং বিশ্ব সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি অসংখ্য শিল্পীর সাথে সফলভাবে সহযোগিতা করেছেন, যার মধ্যে জর্জ হ্যারিসন, জন মাকলফলিন এবং রবি শঙ্করের মতো বিশিষ্ট শিল্পী রয়েছেন। সংগীতে তাঁর কর্মজীবনের সিংহভাগজুড়ে রয়েছে ভারতীয় ধ্রুপদি সংগীত। তাঁর তবলা দিয়ে সঙ্গ দিয়েছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, শিব কুমার শর্মা বা কত্থক নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজকে।১৯৯২ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'মোমেন্ট রেকর্ড'। এর মাধ্যমে তিনি সংগীতানুরাগীদের উপহার দিয়েছেন ভারতের ধ্রুপদি সংগীতের খ্যাতিমান সেরা সংগীতশিল্পীসহ সমকালীন বিশ্বসংগীত।২০০৬ সালে 'মোমেন্ট রেকর্ড'-এর মুক্তিপ্রাপ্ত অ্যালবাম 'গোল্ডেন স্ট্রিং অব দ্য সরোদ' গ্র্যামি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, গ্র্যামি ছাড়া আরও বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জাকির হোসেন।

সাবেক প্রেমিক জিৎকে নিয়ে দেওয়া পোস্ট সরালেন স্বস্তিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

৩০ নভেম্বর ছিল পশ্চিমবঙ্গের তারকা জিতের জন্মদিন। এদিন রাত ১২টার পর সাবেক প্রেমিক জিৎকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে কিছু কথা লেখেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। পোস্টে তিনি লেখেন, 'জীবনের প্রথম প্রেমের আজ জন্মদিন ছিল/আছে। শুভ জন্মদিন প্রেম! সব যায়, স্মৃতিটুকু রয়ে যায়।'

সেই পোস্টে অভিনেত্রী আরও লেখেন, 'যত বয়স বাড়ছে, তিক্ততা ভুলে ভালোবাসাটুকুই আগলে রেখে বেঁচে থাকার তাগিদ বাড়ছে। অন্যজনেরা মনে রাখছে না, সেটা জরুরি নয়। নিজের মনে রইলেই হলো। মন সব রেখে দেয়। আমিও তাই মনে রেখে দিলাম।'

যদিও পরে নিজের সেই পোস্ট সরিয়ে ফেলেন স্বস্তিকা। তাই বলে অভিনেত্রীর মনের কথা প্রকাশ্যে আসা থেকে আটকানো যায়নি। মস্তান ছবিতে জিতের বিপরীতে প্রথম কাজ স্বস্তিকার। তখন সদ্য স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। প্রথমে বন্ধুত্ব এরপরে ভালোবাসা। যদিও সেই সম্পর্ক থেকে সংসার বাধা হয়নি। যা নিয়ে রয়েছে বিস্তর আলোচনা। দুজনেও কখনো নিজেদের সংসার না করতে পারা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলেননি। এরপর একাধিক পুরুষের সঙ্গে নাম জড়ায় স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের।

'শোলে' ছবি থেকে বাদ, যা বললেন অভিনেতা আমজাদ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

সত্তরের দশকের সেরা ছবি। ছবির সংলাপগুলি আজও জনপ্রিয়। 'শোলে' ছবিতে গব্বর চরিত্রে অভিনয় করে যেমন কেরিয়ারে মাইলফলক গড়ে তুলেছিলেন, ঠিক তেমনই বলিউডের খলনায়কের চরিত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন আমজাদ খান। তবে 'শোলে'র পর আর চিত্রনাট্যকার জুটি সেলিম-জাভেদের সঙ্গে কাজ করেননি আমজাদ। এর নেপথ্যের কারণ কী? ১৯৭৫ সালে রমেশ সিপ্পির পরিচালনায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'শোলে'। ছবিতে সেলিম-জাভেদের লেখা সংলাপও ছিল ধারালো। ছবির অন্য চরিত্রের পাশাপাশি খলনায়কের চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমেও নজর কাড়তে চেয়েছিলেন ছবিনির্মাতারা। তাই গব্বর চরিত্রে বড় পর্দায় ফুটিয়ে তোলার জন্যও অভিনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সময় খরচ করেছিলেন নির্মাতারা।

বলিপাড়া সূত্রে খবর, গব্বর চরিত্রের জন্য নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ ছিলেন না আমজাদ। বলি অভিনেতা ড্যানি ডেনজংপাকে অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তারা। কিন্তু সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ড্যানি। ড্যানিকে যখন 'শোলে' ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল তখন তিনি আফগানিস্তানে ছিলেন। ফিরোজ খানের 'ধর্মাত্মা' ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ড্যানি। অন্য ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে আর শোলে'র শুটিংয়ের জন্য সময় বার করতে পারেননি ড্যানি। অগত্যা অভিনয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে হয় ড্যানিকে। ড্যানি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলে আবার অন্য অভিনেতার খোঁজ শুরু করেন 'শোলে' ছবির নির্মাতারা।

এরপর গব্বর চরিত্রের জন্য আমজাদের নাম রমেশকে বলেছিলেন সেলিম-জাভেদ। দুই চিত্রনাট্যকারের পছন্দকে সমর্থন করে আমজাদকে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন ছবির পরিচালক। দিল্লিতে গিয়ে আমজাদকে একটি নাটকে অভিনয় করতে দেখেছিলেন সেলিম। তা দেখে তার মনে হয়েছিল যে, পর্দায় গব্বরের চরিত্রটি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন আমজাদ। তাই তার কথা রমেশকে জানিয়েছিলেন সেলিম-জাভেদ জুটি।

শোনা যায়, 'শোলে' ছবির শুটিংয়ের সময় অর্থনৈতিক দিক থেকে তেমন সচ্ছল ছিলেন না আমজাদ। শুটিংয়ের গোড়ার দিকে অমিতাভ বচ্চন, ধর্মেন্দ্র, সঞ্জীব কুমার, হেমা মালিনী, জয়া বচ্চনের মতো তারকাদের সঙ্গে অভিনয় করতে ইতস্তত বোধ করছিলেন তিনি। বলিপাড়ার একাংশের দাবি, 'শোলে' ছবির শুটিংয়ের সময় নিজের সংলাপ আওড়াচ্ছিলেন আমজাদ। তা শুনতে পেয়েছিলেন সেলিম এবং জাভেদ। গব্বর চরিত্রের কণ্ঠের মধ্যে যে গাম্ভীর্য চেয়েছিলেন তারা, আমজাদের মধ্যে নাকি তার অভাব ছিল।

সেলিম ও জাভেদ নাকি এরপরে রমেশের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করেন। পরিচালককে তারা উপদেশ দেন, গব্বরের চরিত্রের জন্য যদি আমজাদকে পছন্দ না হয় তবে তাকে ছবি থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে। কানাঘুষোয় সেলিম-জাভেদের কথা কানে পৌঁছে যায় আমজাদের। সব শুনে অবাক হয়ে যান অভিনেতা। সেলিম-জাভেদের পছন্দ অনুযায়ীই গব্বর চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন আমজাদ। তারা হঠাৎ কেন আমজাদকে অপছন্দ করছেন তা বুঝতে পারছিলেন না অভিনেতা।

আমজাদের অভিনয় পছন্দ হয়েছিল রমেশের'শোলে' ছবি থেকে তাকে বাদ দিতে চাননি পরিচালক। আমজাদও ছবির শুটিং সম্পূর্ণ করেন। তবে সেলিম-জাভেদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করেছিলেন তিনি। 'শোলে' ছবি মুক্তির পর আমজাদের অভিনয় বহুল প্রশংসা পায়। অভিনেতার কেরিয়ারে নতুন মাইলফলক গড়ে তোলে গব্বরের চরিত্র। তবে সেলিম-জাভেদের এমন আচরণের কারণে 'শোলে'র পর আর অন্য কোনো ছবিতে অভিনয় করেননি আমজাদ।

পাঁচবার বিয়ের পরও কবীর সুমনের বিস্ফোরক মন্তব্য

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

জনপ্রিয় গায়ক কবীর সুমন। তিনি নিজেকে একজন গানওয়ালা হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। গানের ভুবন পেরিয়ে রাজনীতিতেও তার নামটি হরহামেশাই উচ্চারিত হয়। গানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও থাকেন আলোচনায়। পাঁচবার বিয়ের পরেও বউ টেকেনি। সুশ্রীমণ্ডিত নারীদের প্রতি তার আগ্রহের কথা সবাই জানেন। এ কথা না লুকিয়ে অনেকবার-ই বলেছেন। কিন্তু এবার নিজেকে সমকামী বলে দাবি করলেন কবীর সুমন। সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই সময়কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কবীর সুমন বলেন, ছোটবেলায় তিনি 'হোমো-সেক্সুয়াল' ছিলেন।

কবীর সুমন বলেন, আমি খুব ছোটবেলায়, ১৬ বছর বয়সে হোমো-সেক্সুয়াল ছিলাম। তারপর আর সমকামী নই। একটা সময় থেকে আমার নারীদের বেশি ভালো লাগে। এখনো ভালো লাগে। ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে। দুই দেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার ঘটনাও ঘটেছে। সেসময় ফেসবুকে গর্জে উঠে কবীর সুমন বলেছিলেন, পতাকার চেয়ে ভালোবাসা বড়। এই কথায় অনড় তিনি। এর ব্যাখা দিতে গিয়ে নিজের ছোটবেলার হেমো-সেক্সুয়াল হওয়ার কথা বলেন, বাংলাদেশ-ভারতে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়া এই গায়ক। তার কথায়, আপনি (সাংবাদিক) খুব সুন্দর। আপনাকে আমার ভাল্লাগছে। আপনাকে ভাল্লাগছে মানে কি আমি জানতে চেয়েছি, আপনার দেশ কোথায়? ধরুন আপনি পোল্যান্ডের নাগরিক। তাহলে কি আমাকে পোলান্ডের পতাকা বুকে নিয়ে ঘুরতে হবে? সেই জাগয়া থেকেই আমার বলা,পতাকার চেয়ে ভালোবাসা অনেক বড়। বারবার প্রেমে পড়েছেন, বিয়ে করছেন কখনো প্রেমের কারণে, কখনো নিছক বাধ্যবাধকতার কারণে। কিন্তু টেকেনি বউ। কবীর সুমন নামে পরিচিত হলেও শিল্পীর আসল নাম সুমন চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬৯ সালে প্রথম মার্কিন মুল্লুকে গিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকায় কাজ করার সময়ে তার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ওপার বাংলার মেয়ে সোফিয়া নাজমা চৌধুরীর সঙ্গে। ১০ বছর পর দেশে ফিরে কলকাতায় সংসার পাতেন দুজনে। শোনা যায়, নাজমাকে বিয়ে করতে ধর্মান্তরিত হন কবীর সুমন। পরে জার্মানি পাড়ি দেন তারা। সেখানে সম্পর্কে চিড় ধরে তাদের। বিচ্ছেদের পর মারিয়া নামের এক সুন্দরীতে মজেন সুমন চট্টোপাধ্যায়। তবে সেই বিয়েও সুখের হয়নি। নব্বইয়ের দশকের শেষে মারিয়া সুমনের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন। নতুন শতাব্দীতে নতুন শুরু করেন কবীর সুমন। মারিয়ার সঙ্গে ডিভোর্স মঞ্জুর হওয়ার আগেই বাংলাদেশের গানের জগতের সুগায়িকা সাবিনা ইয়াসমিনকে বিয়ে করেন। তবে গায়কের অপর দুই স্ত্রীর পরিচয় রহস্যের আড়ালেই রয়েছে। তবে পাঁচটি বিয়ের কথা নিজের মুখেই বলেছেন সুমন।

অমিত শাহকে 'হনুমান' বললেন বরুণ ধাওয়ান

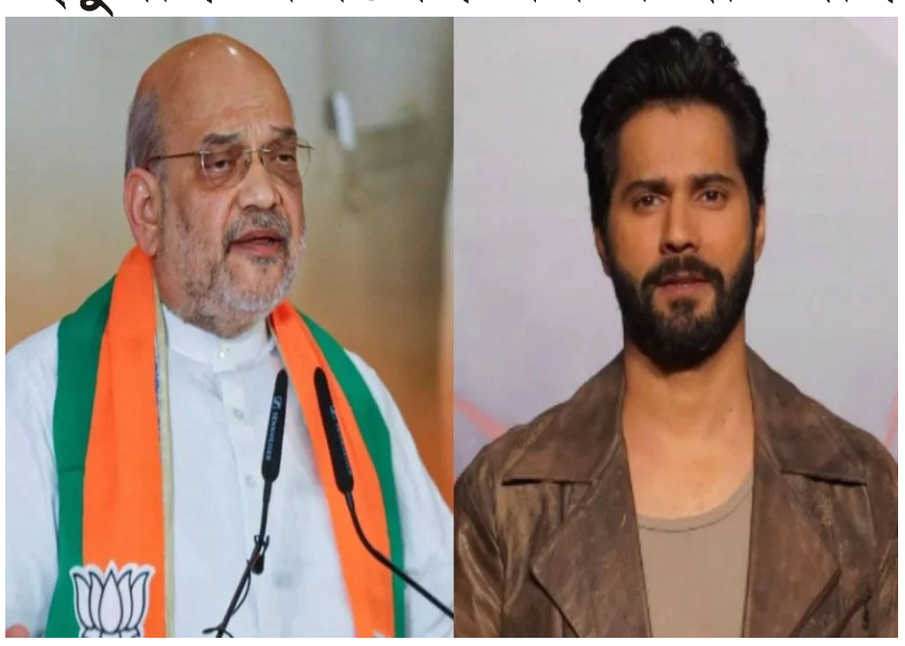

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে প্রশংসায় ভাসালেন বলিউড তারকা বরুণ ধাওয়ান। তাকে ভারতের 'হনুমান' তকমা দিয়েছেন অভিনেতা। যদিও অমিত শাহ রাজনীতির ময়দানে 'চাণক্য' হিসেবে পরিচিত, বরুণ তাকে এবার নতুন উপাধি দিলেন। বরুণ বর্তমানে তার আসন্ন ছবি বেবি জন এর প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন। ছবির প্রচারের অংশ হিসেবে তিনি দিল্লির একটি আলোচনা সভায় যোগ দেন, যেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় রাম ও রাবণের পার্থক্য নিয়ে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অমিত শাহ বরুণের প্রশংসা কুড়ান। এ সময় বরুণ প্রশ্ন করেন, রাম ও রাবণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী? উত্তরে অমিত শাহ বলেন, রাম নিজের দায়িত্ববোধ অনুযায়ী চলেন, আর রাবণ নিজের স্বার্থ ও সুবিধা অনুযায়ী কাজ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই স্পষ্ট এবং নিখুঁত উত্তরে অভিভূত হয়ে বরুণ বলেন, মানুষ আপনাকে রাজনীতির চাণক্য বলে, কিন্তু আমি বলব আপনি দেশের হনুমান। কারণ আপনি নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করছেন। বরুণ আরো মন্তব্য করেন, অভিনেতারাও সংলাপ মুখস্থ করে এত সহজে স্পষ্ট কথা বলতে পারে না, কিন্তু আপনি কত সহজেই এমন স্পষ্ট উত্তর দিলেন। এটি প্রমাণ করে যে আপনি সত্যিই মন থেকে কথা বলছেন।

এদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই সংলাপের ভিডিওটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে গেছে এবং অনেক নেটিজেন তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কিছু নিন্দুকের মতে, বরুণ সম্ভবত তার ছবির প্রচারের জন্য এই মন্তব্য করেছেন, তবে অনেকেই তার বক্তব্যের প্রশংসা করেছেন।

এছাড়া, বেবি জন ছবিটি ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এটি বরুণ ধাওয়ানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা, যেখানে তিনি জওয়ান খ্যাত পরিচালক অ্যাটলির সঙ্গে প্রথম কাজ করেছেন। ছবিতে জ্যাকি শ্রফ, ওয়ামিকা গাব্বি, কীর্তি সুরেশসহ আরো অনেক অভিনেতা অভিনয় করেছেন। এছাড়া, সালমান খানও একটি ক্যামিয়ো চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

এবার অবসরের ঘোষণা দিলেন মোহাম্মদ ইরফান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

পাকিস্তান ক্রিকেটে অবসরের হিড়িক লেগেছে। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মাঝেই তিন ক্রিকেটার অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। ইমাদ ওয়াসিমকে দিয়ে শুরু, এরপর মোহাম্মদ আমিরও দ্বিতীয় দফায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন। সর্বশেষ সেই তালিকায় যুক্ত হলেন পেসার মোহাম্মদ ইরফান।

শনিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে দেওয়া এক টুইটে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। প্রায় ৫ বছর জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন ৪২ বছর বয়সী এই পেসার। ফলে স্বভাবতই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি থেকেও নেই। ফলে পাকিস্তানের জার্সিতে তিন ফরম্যাটে ৮৬ ম্যাচ খেলা ইরফান ক্রিকেটকে বিদায়ের পথেই হাঁটলেন। অবসরের ঘোষণা দিয়ে ৭ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতার এই ক্রিকেটার লিখেছেন, 'আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি আমার সতীর্থ, কোচসহ সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই- যারা আমাকে ভালোবাসা, সমর্থন ও অবিস্মরণীয় স্মৃতি উপহার দিয়েছেন। যে খেলাটি আমাকে সবকিছু দিয়েছে, তাতে আমার সমর্থন ও উদযাপন অব্যাহত থাকবে।'

এর আগে পাকিস্তানের জার্সিতে ইরফানের আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় ২০১০ সালে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এরপর থেকে ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তিনি ৪টি টেস্ট, ৬০ ওয়ানডে ও ২২টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। সবমিলিয়ে ৮৬ ম্যাচে তার উইকেট ১০৯টি। তবে ইরফান বেশ ঝলক দেখিয়েছেন ২০১২১৩ মৌসুমের ভারত সফরে। যেখানে তার বলে ভারতীয় বাঘা-বাঘা ব্যাটাররা খাবি খেয়েছেন।

ফুটবলার থেকে জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট, কে এই কাভেলাশভিলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

সাবেক ফুটবলার মিখায়েল কাভেলাশভিলি জর্জিয়ার প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসতে যাচ্ছেন। দেশটিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নপন্থিদের টানা বিক্ষোভের মুখে দেশটির পার্লামেন্ট কাভেলাশভিলির নিয়োগ চূড়ান্ত করেছে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের কথা রয়েছে তার। জর্জিয়ার হয়ে ৪৬টি ম্যাচ খেলেছিলেন সাবেক এই স্ট্রাইকার। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে খেলেছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও। ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর রাজনীতিতে যোগ দেন কাভেলাশভিলি।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত কাভেলাশভিলি। ২০১৬ সালে তিনি প্রথমবার এমপি নির্বাচিত হন। ২০২২ সালে জর্জিয়ায় শুরু হওয়া সরকারবিরোধী গণ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন কাভেলাশভিলি। পরে অবশ্য জর্জিয়ান ড্রিমের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক সমঝোতা হয়। ২০০৮ সালে রাশিয়া-জর্জিয়া সংঘর্ষের পর দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়। তবে জর্জিয়ান ড্রিম পার্টি রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে ছিল।

গত কিছুদিন ধরে রাজনৈতিক আন্দোলনে আবার উত্তাল হয়ে ওঠে জর্জিয়া। রাশিয়াপন্থী সরকার পক্ষ এবং পশ্চিমপন্থী বিরোধীদের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এই অশান্তি তৈরি হয়েছিল। কাভেলাশভিলি ছিলেন প্রেসিডেন্ট পদে একমাত্র প্রার্থী। কারণ দেশের প্রধান চারটি বিরোধী দল নির্বাচনের বৈধতার প্রশ্ন তুলে সরে দাঁড়ায়। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হননি। বর্তমান পরিস্থিতিতে জর্জিয়ার সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ৩০০ জনের ইলেক্টোরাল কলেজের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। ফলে কাভেলাশভিলির নির্বাচিত হতে বিশেষ সমস্যা হয়নি। নির্দল প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়ালেও তার প্রতি সমর্থন ছিল জর্জিয়ান ড্রিমের। কাভেলাশভিলি ইপিএল ছাড়াও সুইস লিগের একাধিক দলের হয়ে ফুটবল খেলেছেন। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত তিনি ম্যানচেস্টার সিটির স্ট্রাইকার ছিলেন। ২৮টি ম্যাচ খেলে ৩টি গোল করেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তার গোলের সংখ্যা ৯। ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেন।

'নিষিদ্ধ' পগবাকে দলে নেবে ম্যানসিটি!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ১৮ মাস নিষিদ্ধ হয়েছেন ফ্রান্সের মিডফিল্ডার পল পগবা। হরমন বর্ধক ড্রাগ নিয়ে তার শরীরে টেস্টোস্টেরন ধরা পড়ায় নিষিদ্ধ হন তিনি। আগামী বছরের মার্চে তার ওই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হবে। এরপর সাবেক জুভেন্টাস ও ম্যানইউ মিডফিল্ডারকে দলে নেওয়ার কথা ভাবছে প্রিমিয়ার লিগের সফলতম দল ম্যানচেস্টার সিটি। সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিপিনডেন্ট এমনটাই দাবি করেছে। নিষিদ্ধ হওয়ার সময় পগবা জুভেন্টাসে ছিলেন। নিষিদ্ধ হওয়ার পর ইতালির ক্লাবটি তার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেই ফ্রি এজেন্টে যেকোন সময় যেকোন ক্লাবে যোগ দিতে পারবেন তিনি। ম্যানসিটি চলতি মৌসুমে খারাপ সময় পার করছে। মিডফিল্ডার রদ্রি ও কেভিন ডি ব্রুইনি একসঙ্গে ইনজুরিতে পড়েন। ডি ব্রুইনি ফিরলেও চলতি মৌসুমে রদ্রির ফেরার সম্ভাবনা কম। তার বিকল্প খুঁজছে সিটিজেনরা। রদ্রির বিকল্প ভাবনায় পেপ গার্দিওলার মাথায় এসেছে পগবার নাম। সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে, পগবাও ইত্তিহাদে আসতে মুখিয়ে আছেন। নিষিদ্ধ থাকলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে জোর অনুশীলন শুরু করেছেন তিনি। যাতে ফিটনেস নিয়ে জটিলতা না থাকে। এর আগে সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছিল, ফ্রান্সের ক্লাব মার্সেই তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া তার যুক্তরাষ্ট্রের লিগে যাওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়।

দুইবার পিছিয়ে পড়েও ১০ জনের লিভারপুলের ড্র

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

দারুণ ফর্মে থাকা লিভারপুলকে প্রায় হারিয়েই দিচ্ছিল ফুলহ্যাম। তবে বেশিরভাগ সময় ১০ জনের দল নিয়ে খেলা লিভারপুলকে বাঁচিয়ে দেয় দিয়াগো জোটার শেষ মুহূর্তের নায়কোচিত গোল। শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্না স্লটের শিষ্যরা।

১৪ ডিসেম্বর অ্যানফিল্ডে ম্যাচের একাদশ মিনিটে পেরেইরার গোলে লিড পায় ফুলহ্যাম। এর মিনিট পাঁচেক পর লাল কার্ড দেখে অ্যান্ড্রু রবার্টসন মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয় লিভারপুল। এতে বেশ চাপে পড়েছিল স্বাগতিকরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে হাকপোর গোলে লড়াইয়ে ফেরে স্বাগতিকরা। কিন্তু ৭৬তম মিনিটে রদ্রিগো মুনিসের গোলে ফের এগিয়ে গিয়ে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল ফুলহ্যাম। তবে নির্ধারিত সময়ের মাত্র ৪ মিনিট আগে জোটার দুর্দান্ত গোলে পরাজয় এড়ায় লিভারপুল। ১৫ ম্যাচে ১১ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। সমান ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে চেলসি। ১৬ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আর্সেনাল। এ ছাড়া ১৫ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে চারে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি।

পয়েন্ট খুইয়ে শীর্ষে ওঠার সুযোগ হারাল রিয়াল মাদ্রিদ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

জমে উঠেছে স্প্যানিশ লিগ লা লিগার লড়াই। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ নিজেদের মধ্যে মহারণ বজায় রেখেছে। বার্সেলোনার হোঁচটের সুযোগে রিয়ালের সামনে সুযোগ এসেছিল শীর্ষে ওঠার। তবে রায়ো ভায়োকানোর বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করে সেই সুযোগ হারাল কার্লো আনচেলত্তির দল।

শনিবার রায়ো ভায়োকানোর মাঠে উনাই লোপেস স্বাগতিকদের এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আব্দুল মুমিন। এরপর ফেদে ভালভার্দে ও জুড বেলিংহ্যামের গোলে দ্রুতই সমতা ফেরায় রিয়াল। রদ্রিগো দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর রিয়ালের পয়েন্ট কেড়ে নেন ইসি পালাসন।

নিজেদের মাঠে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় ভায়োকানো। চতুর্থ মিনিটে জাল খুঁজে নেন লোপেস। এরপর একাদশ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন দে ফ্রুতোস। ৩৩তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ মিস করেন পাথি সিস।

রিয়াল যখন সমতায় ফিরতে মরিয়া, ঠিক তখনই ৩৬তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভায়োকানোর মুমিন। পালাসনের দারুণ কর্নারে জোরালো হেডে জাল খুঁজে নেন ঘানার এই ডিফেন্ডার। দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে প্রথমার্ধেই অবশ্য ব্যবধান কমায় রিয়াল। গোল করেন ভালভার্দে।

এরপর প্রথমার্ধেই আরও এক গোল শোধ করে রিয়াল। ৪৫তম মিনিটে সমতা ফেরানো গোলটি করেন বেলিংহ্যাম। দারুণ ক্রসে চমৎকার হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন বেলিংহ্যাম। এ নিয়ে লিগে টানা টানা ছয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন ইংলিশ মিডফিল্ডার। সমতার স্বস্তিতে বিরতিতে যায় রিয়াল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আরও আক্রমণাত্মক হয়ে খেলতে থাকে রিয়াল। ৫৬তম মিনিটে এগিয়েও যায় তারা। ডি বক্সের বাইরে বল পেয়ে জোরাল শট নেন রদ্রিগো। ভায়োকানোর এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে একটু দিক পাল্টে জড়ায় জালে। পাল্টা আক্রমণে ভায়োকানো জাল খুঁজে নেয় ৬৪তম মিনিটে, লুজনের ফ্রি কিক ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন কোর্তোয়া। তবে বল আয়ত্তে নিতে পারেননি। ফিরতি বল পেয়ে ছুটে গিয়ে অনায়াসে বাকি কাজ সারেন পালাসন। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আর গোল দিতে পারেনি কোনও দল।

এই ড্রয়ের পর ১৭ ম্যাচে ১১ জয় ও চার ড্রয়ে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় বার্সেলোনা। পরের ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ জিতলে তিনে নেমে যেতে হবে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের।

বার্সেলোনাকে হারিয়ে চমক দেখাল লেগানেস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

লা লিগায় রোববার রাতে নিজেদের মাঠে ১-০ গোলে হেরেছে বার্সেলোনা। ম্যাচের শুরুর দিকেই সের্হিও গনসালেসের গোল গড়ে দিয়েছে ব্যবধান।

নিজেদের একমাত্র ভালো সুযোগ কাজে লাগিয়ে এগিয়ে গেল লেগানেস। আক্রমণের বন্যায় তাদের ভাসিয়ে দিলেও আসল কাজ করতে পারল না বার্সেলোনা। অসংখ্য সুযোগ নষ্ট করে হেরেই গেল হান্সি ফ্লিকের দল।

লিগে ঘরের মাঠে টানা দুই ম্যাচে হারল বার্সেলোনা। এই ম্যাচের আগে লাস পালমাসের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরেছিল তারা।

৮০ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২০ শট নিয়ে কেবল চারটি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। অন্য দিকে লেগানেসর ৬ শটের চারটি ছিল লক্ষ্যে।

তৃতীয় মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় লেগানেস। মুনির এল হাদ্দাদির শট ইনাকি পেনিয়ার বুকে লেগে পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। সেই কর্নার থেকেই এগিয়ে যায় সফরকারীরা। অস্কার রদ্রিগেসের কর্নারে অরক্ষিত সের্হিও গনসালেসের হেড জড়ায় জালে। কিছুই করার ছিল না বার্সেলোনা গোলরক্ষকের।

দশম মিনিটে নিজেদের প্রথম সুযোগ পায় বার্সেলোনা। রাফিনিয়ার ক্রসে খুব কাছ থেকে গোলের জন্য শট নেন রবের্ত লেভানদোভস্কি। দারুণ রিফ্লেক্সে হাঁটু দিয়ে ঠেকিয়ে দেন লেগানেস গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচ।

সফরকারীদের প্রবল চাপে রেখে একের পর এক আক্রমণে রক্ষণের কঠিন পরীক্ষা নেয় বার্সেলোনা। বেশিরভাগ সময় এক অর্ধে ২১ জনের উপস্থিতিতে জায়গা বের করা খুব একটা সহজ ছিল না তাদের জন্য।

এর মধ্যেও ৩৩তম মিনিটে দারুণ সুযোগ পান রাফিনিয়া। আলেহান্দ্রো বালেদর ক্রসে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের শট গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে ক্রসবারে লেগে ব্যর্থ হয়। পরের মিনিটে দানি ওলমোর থ্রু বলে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে লেভানদোভস্কির শট পা দিয়ে ঠেকিয়ে দেন দিমিত্রোভিচ।

যোগ করা সময়ে দুটি সুযোগ পেয়েছিল বার্সেলোনা। চতুর্থ মিনিটে বিপজ্জনক জায়গায় বল পেয়ে ঠিক মতো শট নিতে পারেননি ওলমো। ষষ্ঠ মিনিটে একটুর জন্য ঠিকানা খুঁজে পাননি ইয়ামাল।

দ্বিতীয়ার্ধে চাপ আরও বাড়ায় বার্সেলোনা। লেগানেস এতোটাই গভীরে গিয়ে রক্ষণ সামলাচ্ছিল যে, অনেকবারই মাঝমাঠে এসে সতীর্থদের বল বাড়িয়েছেন বার্সেলোনা গোলরক্ষক পেনিয়া।

৫২তম মিনিটে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি জুল কুন্দে। ছয় মিনিট পর লেভানদোভস্কির হেড যায় ক্রসবারের উপর দিয়ে। ৬৯তম মিনিটে ইয়ামাল পারেননি শট লক্ষ্যে রাখতে। এর একটু পরে তার জায়গায় মাঠে আসেন গাভি।

৭৯তম মিনিটে সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেন কুন্দে। ফেররান তরেসের ফ্লিকে বল পেয়ে বিস্ময়করভাবে বাইরে মারেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।

শেষ দিকেও এসেছিল গোলের সুযোগ। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ফের্মিন লোপেসের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন লেগানেস একজন খেলোয়াড়।

১৮ ম্যাচে চতুর্থ হারের পরও ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আছে বার্সেলোনা।

১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে তাদের পেছনেই আছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। সমান ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে রেয়াল মাদ্রিদ। দুই ক্লাবেরই সুযোগ আছে বার্সেলোনাকে পেছনে ফেলার।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR